চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের সার্বিক বিকাশ পর্যালোচনা করে দেখাও।

ড. অচিন্ত্যকুমার গাঙ্গুলী

ডোমকল কলেজ, বাংলা বিভাগ।

চৈতন্যের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে এমন সব অনুসারী বাংলা সাহিত্য রচিত হল যার অস্তিত্ব পূর্বে দেখা যায় নি। চৈতন্য প্রভাব ব্যতীত প্রাদেশিক সাহিত্য ও যুগ ধর্ম এই নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এই যুগে রচিত হয়েছিল ১) জীবনী সাহিত্য বা চরিতশাখা, ২) বৈষ্ণব সাহিত্য (পদাবলী কীর্তন), ৩) অনুবাদ সাহিত্য, ৪) মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, ৫) লোকগীতি, ৬) শাক্ত পদাবলী ও অন্যান্য।

ক) জীবন সাহিত্যঃ চৈতন্য দেবের অলৌকিক জীবনকে অবলম্বন করে এই ধরনের সাহিত্য রচনা হয়েছে। যাকে ইতিহাসের পাতায় সন্তচরিত বা Hagiography বলা হয়ে থাকে। শুধু চৈতন্য-দেবই নয়, পরবর্তীকালে তাঁর ভক্তদের জীবনী অবলম্বন করে এই ধরনের সাহিত্য রচিত হতে থাকে। জীবনী সাহিত্য রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন- বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচন দাস প্রমুখ।

খ) বৈষ্ণব পাদবলীতে প্রাণপুরুষ চৈতন্যের প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে। তাই জীবনাদর্শকে আশ্রয় করে দু-ধরনের পদ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে- ১) গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ ২) গৌরচন্দ্রিকা। চৈতন্য সমসাময়িক পদকর্তাদের মধ্যে নরহরি সরকার, মুরারি গুপ্ত, বসু রামানন্দ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বলরামদাস, ও লোচনদাস এই পদাবলীকে বিশিষ্ট উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। গৌরচন্দ্রিকা মূলত কীর্তনের সময় পরিবেশিত হয়। যে পর্যায়ের পদ গীত বা উপস্থাপিত হবে তার সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ একটা ভূমিকা গড়ে তোলার জন্য এই ধরনের রস-কীর্তন কীর্তনের আসরে গীত হয়ে থাকে। চৈতন্যের অর্ন্তজীবনকে অবলম্বন করে যে ধরনের গান উপস্থাপিত হয় তা হল ‘গৌরাঙ্গ বিষয়ক’ পদ।

অনুবাদ সাহিত্য রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে কৃত্তিবাসকে বাদ দিলে বেশ কয়েকজন কবির নাম পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন – অদ্ভুতাচার্য, চন্দ্রাবতী, ভবানী দাস প্রমুখ। এছাড়াও মহাভারতের অনুবাদেও জোয়ার এসেছে এই সময়ে। এঁরা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুবাদ

রচনা করেন নি। যেমন কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, সঞ্জয় এ যুগের ভাগবতের অনুবাদ করেন রঘুনাথ, দ্বিজ মাধবাচার্য, কবিচন্দ্র ও দ্বিজ রমানাথ প্রমুখ।

মঙ্গলকাব্যঃ এই পর্বে সবচেয়ে উন্নত সমৃদ্ধ শাখা হল মঙ্গলকাব্য সাহিত্য। যদিও মঙ্গলকাব্য চৈতন্য পূর্ব যুগেই রচিত হয়েছিল। কিন্তু মানবতার দিক থেকে মঙ্গলকাব্য এক বিশিষ্ট মাত্রা নিয়ে আসেন কবি কঙ্কনচণ্ডীর ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে উঠে সবাইকে একই ছত্রছায়াতে নিয়ে আসার প্রয়াস করেন যা চৈতন্যদেবের প্রভাব থেকে জন্মানো বলে অনুমান করা সম্ভব। বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গলকাব্যেও অনুরূপ ভাবে দেবী মনসার চরিত্রে যে করুণ রসের উৎসারণ ঘটেছে তা চৈতন্যদেবের জাগতিক লীলা থেকেই বের হয়ে আসে।

৫) লোকগীতিঃ বাংলা সাহিত্যে এই শাখাটি একেবারেই অভিনব ইতিপূর্বে এই শাখার কোনও ইঙ্গিত সূত্র ছিল না। এই পল্লীগীতিগুলি নিম্নবিত্ত বাঙালী জীবনকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছিল। এই জাতীয় রচনার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল ময়মনসিংহগীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য-স্বভাবকে চৈতন্যচেতনাশ্রিত বললেও কম বলা হয়। এই চৈতন্য প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবনের বহুকালের গ্রামীন রূপটি আমূল পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাই তো এই চেতনার স্পষ্ট রূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক পণ্ডিত ড. সুকুমার সেন যথার্থই বলেন-

> "চৈতন্য পূর্বযুগে বাঙালি ছিল অপদেবতার পূজারি ও উপদেবতার উপাষক। এখন চৈতন্যযুগে হইল দেবতার লীলা সহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাংলা সাহিত্য উপকথার পর্যায়ের হইতে এক মহত্তম কাব্যের স্তরে উন্নীত হইল।"